

আকাশবাণী শিলচর

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

13 OCTOBER 2026

7:45—7:55PM

(১) উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যাংকগুলিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের সঙ্গে সংযোজিত করে পরিষেবা প্রদান করতে কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিঙ্কিয়ার আহ্বান/

(২) আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশের সীমা বিবাদ সম্পর্কে রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর উপস্থিতিতে আজ বিশ্বনাথে বৈঠক/

(৩) শিশুদের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সনাক্তকরণের লক্ষ্যে গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের জাতীয় শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি/

এবং

(৪) জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাস্তবায়নের প্রস্তুতি, গবেষণার পরিসর সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল মনোনীত সহযোগী দলের দুদিনের পরিদর্শন/

উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন দপ্তরের (ডোনার) মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিঙ্কিয়া ব্যাংকগুলিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে সংযোগ স্থাপন করে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান করার আহ্বান জানিয়েছেন । আইজলের মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যাংক আধিকারিকদের তৃতীয় অভিবর্তনে অংশ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সিঙ্কিয়া এই আহ্বান জানিয়ে বলেন যে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষ অবদান যোগানোর অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে , এই অঞ্চলের স্থানীয় লোকেদের কল্যাণের জন্য ব্যাংকগুলিকে তাদের সেবা সম্প্রসারিত করার

জন্য তিনি আহ্বান জানান । তিনি বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে গুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । মিজোরামে সাক্ষরতার হার প্রায় ১শো শতাংশ হওয়ার জন্য এর প্রশংসা করে তিনি বলেন যে মিজোরামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য , অনুকূল জলবায়ু , এবং পরিবেশ পর্যটকদের কাছে এক অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে । মিজোরামের উন্নয়নে সাইরাং রেল সম্প্রসারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে । তৈরবী-সাইরাং রেললাইনে যাত্রাপথ সুচল করে তোলা সহ দেশের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ আরো উন্নত করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন । প্রসঙ্গত মন্ত্রী শ্রী সিদ্ধিয়া বলেন যে দেশের অন্যান্য রাজ্যে ডিজিটাল লেনদেন ৮১ শতাংশ হওয়ার বিপরীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই লেনদেন ৯০ দশমিক ২ শতাংশে দাড়িয়েছে ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে ভারতের অগ্রগতির মূল ভিত্তি হলো সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা । তিনি বলেন যে ক্ষমতার মাধ্যমে অন্যদের ক্ষমতায়নের নীতিকে তার সরকার সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আসছে । নতুন দিল্লীতে আজ রুবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই মত প্রকাশ করে বলেন যে ক্ষমতা বলতে শুধুমাত্র নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বোঝায় না , অন্যদেরও এগিয়ে দেওয়াই ক্ষমতার প্রকৃত অর্থ । প্রধানমন্ত্রী বলেন যে একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তি , তথ্য , জ্ঞান ও উদ্ভাবন ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে ওঠেছে । ভারতের সক্ষমতা যাতে অন্যান্য দেশের সামনেও নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে , তা নিশ্চিত করতে তার সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ।

ভারতকে গণতন্ত্রের জননী হিসেবে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন যে এদেশে একশোরও বেশি ভাষা , প্রায় ৮০ হাজার নথিভুক্ত সংবাদপত্র ও সাময়িকী এবং একহাজারেরও বেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে । গত এক দশকে দেশে পঁচিশ কোটি মানুষকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন ।

আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশের আন্তঃরাজ্য সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করার জন্য রাজ্যের শিক্ষা ও সমতল উপজাতি পরিক্রমা দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বিশ্বনাথ চারিআলিতে আজ এক বৈঠকে মিলিত হন । রাজ্যের অপর এক মন্ত্রী কেশব মহন্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে অরুণাচল প্রদেশের পাপুমপারে জেলা এবং বিশ্বনাথ ও লক্ষ্মীমপুর জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিবদমান বিষয় নিয়ে আলোচনা

করা হয়েছে। এই বৈঠকে উভয় রাজ্যের সীমান্ত সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে গঠিত আঞ্চলিক সমিতির কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এতে পাপুমপারের আঞ্চলিক সমিতির অধ্যক্ষ, অরুণাচল প্রদেশের ক্যাবিনেট মন্ত্রী বালো রাজা, আসামের সাংসদ রঞ্জিত দত্ত এবং উভয় রাজ্যের বেশকয়েকজন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে প্রতিবেশী রাজ্য দুটির সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা এবং সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করার পাশাপাশি নামসাই ঘোষণা পত্র অনুসারে শান্তিপূর্ণ আলোচনা অব্যাহত রাখার জন্য উভয় পক্ষই সহমতে উপনীত হয়েছে। এছাড়া পূর্বের বৈঠকে গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত সমূহ মেনে চলার জন্যেও উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলের ২২টি গ্রামের ছোট ছোট বিবাদমান বিষয় সমূহ দ্বিপাক্ষিকভাবে ওই দুই রাজ্যের সীমান্ত জেলাগুলির আয়ুক্তদের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গৌহাটির প্রাগজ্যোতিষপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালে আজ দ্বিতীয় পর্যায়ের জাতীয় শিশু স্বাস্থ্য কার্যসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংহল আজ ওই হাসপাতালে এই কার্যসূচির উদ্বোধন করেন এবং দিনব্যাপী রাজ্য পর্যায়ের কর্মশালারও সূচনা করেন। শিশুদের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সমূহ সঠিক সময়ে শনাক্ত করে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করার লক্ষ্যে এই কার্যসূচি আরম্ভ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জন্মগত ত্রুটি, পুষ্টিহীনতা, বিভিন্ন রোগ এবং উপযুক্ত সময়ে শারিরীক ও মানসিক বিকাশ না হওয়া বিষয়গুলির সঠিক কারণ আগে থেকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুর সু-স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ছাড়াও বিদ্যালয়, পরিবার এবং সমাজের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন বলে মন্ত্রী শ্রী সিংহল উল্লেখ করেন।

(বাইট)

আজকের অনুষ্ঠানে জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযানের মিশন সঞ্চালক ডাক্তার লক্ষণ এস, চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালক ডাক্তার মনোজ কুমার চৌধুরী এবং প্রাগজ্যোতিষপুর চিকিৎসা মহা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাক্তার বসন্ত কুমার বৈশ্য উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংসদীয় পরিক্রমা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এল মুরুগান আজ তার মন্ত্রীপদ এবং রাজ্যসভার সদস্য উভয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে প্রেরণ করা তার পদত্যাগ পত্রে শ্রী মুরুগান বলেছেন যে একজন দুঃস্থ দৈনিক শ্রমিক পরিবার থেকে এসে তিনি তার নেতৃত্বে

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় দেশের স্বার্থে কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় তিনি গর্বিত । আগামী ২০২৯ সালের দেশের সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টীকে তামিলনাড়ুতে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি ওই রাজ্যের তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার লক্ষ্য নিয়েই উভয় সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বলে শ্রী মুরুগান তার পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেছেন ।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাস্তবায়নের প্রস্তুতি, গবেষণার পরিসর সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে আজ গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল মনোনীত সহযোগী দলের দুদিনের পরিদর্শন শেষ হয়েছে । তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ক পরিকাঠামো, গবেষণামূলক কাজকর্ম, ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা ইত্যাদি খতিয়ে দেখতে গতকাল শিলচর এসে পৌছান । বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী এবং উচ্চস্তরীয় প্রশাসকদের নিয়ে গঠিত এই দল গতকাল, তাদের পরিদর্শনের প্রথম দিনে উপাচার্য অধ্যাপক নিরঞ্জন রায়, রেজিস্ট্রার ডঃ অভিজিৎ নাথ এবং প্রশাসনিক আধিকারিক সহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন । পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চিতকরণ সেল, বিভিন্ন স্কুলের ডিন, এবং বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন ।

আজ দলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, গবেষক, শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছে । এদিকে এই দলের আহ্বায়ক তথা ইনস্টিটিউট অব এডভান্সড স্টাডিজ ইন সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির আধিকারিক অধ্যাপক আশিস মুখার্জী বলেছেন যে- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির জন্য ধারাবাহিক আত্মসমীক্ষা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে চলা অপরিহার্য । তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে- এই পরিদর্শন ন্যাশনেল এ্যাসেসমেন্ট এন্ড এক্রেডিটেশন কাউন্সিল অর্থাৎ ন্যাক'এর প্রচলিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নয় । জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রস্তুতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতে ন্যাক'এর মূল্যায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানটি কতটা প্রস্তুত, তা অনুধাবন করাই এই পরিদর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে তিনি জানিয়েছেন । এর ভিত্তিতে আসামের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির প্রাতিষ্ঠানিক ও শিক্ষা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপের সুপারিশ করা হতে পারে বলেও তিনি জানিয়েছেন ।

শারদীয় নবরাত্রির আজ তৃতীয় দিনে দেবীকে চন্দ্রঘন্টা রূপে পূজা করা হয়েছে । সাহস, মানসিক শক্তি, শান্তি এবং রূপ-লাবণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চন্দ্রঘন্টার পূজা দেশের

বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে রাজ্যের প্রাচীন মন্দির দেবালয়গুলিতে যথাবিহিত আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নবরাত্রির তৃতীয় দিনে জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমের এক বার্তায় শ্রী মোদী সাহস, শান্তি এবং ঐশ্বরিক শক্তির প্রতীক দেবী চন্দ্রঘন্টার পূজো উপলক্ষে সকলের জীবন সুখ-সমৃদ্ধি এবং সাফল্যের ভরে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য- গতকাল নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে দেবীকে ব্রহ্মচারিণী রূপে আরাধনা করা হয়েছে। আগামীকাল দেবীর কুম্ভাভা রূপের পূজো করা হবে। এরপর স্কন্দমাতা এবং কাত্যায়নী রূপে শক্তিরূপিণী মা দুর্গার পূজো করা হবে। এদিকে বিল্বমণ্ডীর সন্ধ্যায় দেবীর বোধনের মাধ্যমে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা হবে। মহাসপ্তমীতে কালরাত্রি, মহাষ্টমীতে মহাগৌরী এবং মহানবমীতে সিদ্ধিদাত্রী রূপে দেবী দুর্গার পূজোর পর দশমী তিথিতে দেবীর বিসর্জন হবে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে এইবার দেবী ঘোড়ায় আগমন এবং নৌকায় গমন করবেন।

শ্রীভূমি জেলায় আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পুলিশ, অগ্নি নির্বাপক ও জেলা প্রশাসনের কন্ট্রল রুম কার্যকর রাখতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে যে জেলা পুলিশ কন্ট্রল রুমের টেলিফোন নম্বর হচ্ছে- ৮০৯৯৬৬২২৭৫, অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর টেলিফোন নম্বর হচ্ছে- ০৩৮৪৩-২৬২১০১ এবং জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ে খোলা কন্ট্রল রুমের নম্বর হচ্ছে- ০৩৮৪৩-২৮০০০০। জনসাধারণ পূজোর দিনগুলোতে যেকোন জরুরীকালীন পরিস্থিতিতে এই নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করতে পারবেন। এছাড়াও জেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে যে দ্বিচক্রযানে চালক ও আরোহীকে হেলমেট পড়তে হবে। উৎসবের দিনগুলিতে সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ১০ ডেসিবল শব্দ মাত্রার মধ্যে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করা যাবে। প্রতিটি পূজো মন্ডপ ও তার আশ-পাশে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে এবং অগ্নি নির্বাপক সামগ্রী, বালি, জল মজুত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিমা দর্শনে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা করতে হবে বলে জেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে।

হাইলাকান্দি জেলার পাঁচগ্রাম থানা এলাকায় আটক ১০ জন বাংলাদেশী নাগরিকের পুশব্যাক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে প্রয়োজনীয় আইনী ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাদের অবিলম্বে বাংলাদেশে ফেরত

পাঠানো হবে । উল্লেখ্য হাইলাকান্দি পুলিশ গত রবিবার রাতে পাঁচগ্রাম থানা এলাকা থেকে ১০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছিল । এদের মধ্যে পাঁচটি শিশু ও একজন মহিলা রয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে , আটক বাংলাদেশী নাগরিকরা গত দশ বছর থেকে জম্মু-কাশ্মীরের একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলেন । এরপর তারা বাংলাদেশ ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে পাঁচগ্রাম এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরা ফিরা করলে ,স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয় এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে । পুলিশ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে বাংলাদেশীদের আটক করেছে ।
